জিলিয়ান হাসলাম ঃ ফুটপাথ থেকে রাজতোরণে

সুতপা চক্রবর্তী

উপন্যাস হার মেনে যায়। জীবন তার থেকেও অনেকটা এগিয়ে দেয় জিলিয়ানকে। তার কাছে ছোট্টবেলা মানেই ফুটপাথ আর রাতের বেলায় আটকে থাকার একটা ইন্ডিয়ান টয়লেট। তার মধ্যেই বিকশিত হয় তার স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নই কোথাওই একটু থমকিয়ে দাঁড়াতে দেয়নি জিলিয়ান হাসলামকে।

বাবা রোলান্ড টেরেস হাসলাম ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে। দেশ স্বাধীন হবার পরেও এই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারটি ব্রিটেনে ফিরতে পারেনি। বাদ সেধেছিল অর্থনৈতিক অসাম্য। অভাব যে কি মারাত্মকভাবে থাবা বসাতে পারে তারই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ১২ ভাইবোনের সংসারে। বাবা আর তিনটে ভাইবোন মারা গিয়েছিল চূড়ান্ত দারিদ্র আর মারাত্মক হতাশায়। অসুখ স্থায়ীভাবে বাসা বেধেছিল তাদের পরিবারে। কিন্তু স্বপ্ন পিছনে ফিরতে দেয়নি তাকে।

পড়াশোনা শেষ করে শহর ছেড়ে দিল্লি গিয়ে কাজ জুটিয়েছেন বহুজাতিক ব্যাঙ্কিং সংস্থায়। নতুন জীবন দিয়েছেন মা, ভাই-বোনেদের। পাড়ি দিয়েছেন লন্ডন। থিতু হয়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে গিয়েছেন সে দেশে। জিলিয়ান অবশ্য এখনও নিজেকে ভারতীয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না। তাই এ দেশের গরিব মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদেই বার বার ছুটে আসেন কলকাতায়। বাস্তবের স্লামডগ মিলিয়নার। খিদিরপুরের ঘিঞ্জি বস্তিতে শৈশব কাটিয়েছেন যে মহিলা আজ তিনি সুপ্রিতিষ্ঠিত- নিজের জগতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দিনের পর দিন না খেয়ে থাকা, বাঁচার জন্য ভিক্ষে করা আর চোখের সামনে অপুষ্টিতে ভাই বোনকে মরতে দেখা অভ্যস্ত চোখদুটো অবশ্য আটকে থাকেনি ফুটপাথে। সে দিনের সেই কিশোরী জিলিয়ান হাসলামই এখন বিলেতের খ্যাতনামা লেখিকা। তবে শিখরে উঠেও মাথা ঘুরে যায়নি জিলিয়ানের। ৪২-এ পৌঁছেও শিকড়ের টানে বার বার তিনি ফেরেন শৈশবের ভূমিতে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাতে দূর্গত মানুষের মুখে একটু হাসি ফোটে।

মোটিভেশনাল স্পিকার হিসাবে এখন তাঁর জগৎ জোড়া নামডাক। রয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ স্কটল্যান্ড (আরবিএস) এর এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট জুলি ম্যাকিনলে থেকে শুরু করে বিলিতের যুবশিক্ষা বিভাগের প্রধান জেলিসিয়া জোনস কিংবা বিখ্যাত ক্যুইজ মাস্টার তথা প্রাক্তন সাংসদ নিল ওব্রায়েন- বাধ্য ছাত্রের তালিকায় কে নেই তার উদ্বুদ্ধ ভাসার ক্লাসে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং প্রাক্তন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিনটনের বিশেষ স্নেহধন্য জিলিয়ান 'ইন্ডিয়ান ইংলিশ' বইটি লিখে আরও বিখ্যাত।

জিলিয়ান হাসলাম প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল স্পিকিং অ্যাকাদেমি আরও বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে উন্নত মানের কমিউনিকেশন স্কিলকে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ছাত্র, সমাজের তরুণ সম্প্রদায় এবং পেশাদার।

এ বিষয়ে জিলিয়ান হাসলাম বলেন, 'আমরা ওই সমস্ত মানুষদের স্বীকৃতি দিতে চাইছি, যাঁরা প্রকৃত অর্থেই প্রতিভাবান। অনেক সময় তাঁদের নিজেদের ভাবনা নিয়ে অন্যদেযর সঙ্গে কমিউনিকেশন তৈরি করা ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। আজকের দিনে কমিউনিকেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আমরা বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে কমিউনিকেশন বং বক্তৃতা করার বিষয়ে মা. ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি।' তিনি বলেন যে তাঁর ফেলা আসা জীবনের কথা যে জীবনের একটা প্রচণ্ড অভাব আর অসাম্যর সঙ্গে লড়তে লড়তেও কখনও তিনি হারিয়ে ফেলেননি জেতার ইচ্ছা।

এই জিতে যাওয়ার ইচ্ছেই তিনি ছড়িয়ে দিতে চাইছেন এই শহরের তরুণ সমাজের মধ্যে। জিলিয়ানের ভাবনায় একমাত্র যোগাযোগের স্বচ্ছতা দিয়েই একজন মানুষ অনেকগুলো সিঁড়ি টপকে পৌঁছে যেতে পারে রাজপথের দুয়ারে। নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করা এই সত্যটি চল্লিশ পেরোনোর জিলিয়ানের ঝকঝকে কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।